Living the Lotus 8

Buddhism in Everyday Life

2025
VOL. 239

Rissho Kosei-kai of Hawaii Hosts Bon Dance Festival on July 11–12

Living the Lotus
Vol. 239 (August 2025)

Senior Editor: Keiichi Akagawa
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rissho Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিস্‌সো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনেরত শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিস্‌সো কোসেই-কাই।

বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানাস্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটাস (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্দমাক্ত মাটিতে প্রস্ফুঠিত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

কেবল প্রশংসাই যথেষ্ট

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

মানুষ গড়ার মৌলিক ভিত্তি

আমি যাঁদের রচনা ও লেখনির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করি, এমন দুইজন শিক্ষাবিদের মধ্যে একটি অভিন্ন দর্শন বিদ্যমান। সেই দর্শনটি হলো—শিক্ষাদান মানে শুধু উপদেশ দেওয়া নয়; বরং প্রকৃত শিক্ষা হলো 'প্রশংসার মাধ্যমে অনুপ্রেরণা জোগানো'। এই শিক্ষাবিদদের একজন হলেন অধ্যাপক শিনজো মোরি। তাঁর মতে, একজন শিক্ষককে কেবল তখনই মুখ খুলতে হবে, যখন তিনি শিক্ষার্থীর প্রশংসা করবেন।

উদাহরণস্বরূপ, স্কুলের জুতার তাক-এ যদি কোনো শিক্ষার্থীর জুতোজোড়া সোজাভাবে রাখা না থাকে, তাহলে শিক্ষকের কর্তব্য হলো—ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতিতে সেটি সঠিকভাবে গুছিয়ে রাখা। এরপর ধীরে ধীরে দেখা যাবে, অন্য জুতোগুলোও সোজাভাবে রাখা শুরু হয়েছে। তখন শিক্ষক সেই পরিবর্তনটি লক্ষ্য করে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করবেন। এই পদ্ধতিই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা এবং সঠিক দিকনির্দেশনা।

এছাড়াও, কিয়োতো বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক কোও হিরাসাওয়া স্পষ্টভাবে বলেছেন, "শিক্ষা হলো—কিভাবে অন্যকে প্রশংসা করা যায়, সেই বিষয়ে অধ্যয়ন করা।" তিনি আরও বলেন, "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—মানুষকে নিজের শক্তিতে বাঁচতে সাহায্য করা এবং তাকে আনন্দ, সাহস ও আশার আলো প্রদান করা।" এই বক্তব্যের মাধ্যমে তিনি প্রশংসার অন্তর্নিহিত গুরুত্ব ও শিক্ষার মূল চেতনা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

আমি দীর্ঘদিন ধরে বারংবার এই বিষয়টি তুলে ধরেছি—"মানুষ গড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো করুণাময় হৃদয়সম্পন্ন মানুষ তৈরি করা" এবং "ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ব নিতে সক্ষম, সতেজ ও নৈতিক হৃদয় গড়ে তোলা।" কারণ, প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের সৌন্দর্যই পারে আমাদের পৃথিবীর সৌন্দর্য সংরক্ষণ করতে, আর তাতেই সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সকল জীবের কল্যাণ। এই কারণেই ধর্ম ও দর্শনে সুপণ্ডিত ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এই দুই মনীষীও বলেছেন—মানুষ গড়ার মূল ভিত্তি হলো 'প্রশংসা করা'।

অধ্যাপক হিরাসাওয়া মহোদয় আরও বলেছেন, "তোমার হৃদয়ে এমন অসংখ্য

বিস্ময়কর গুণ লুকিয়ে আছে, যা তুমি নিজেও জানো না। তাই আত্মবিশ্বাস ও গর্ব সহকারে এগিয়ে যাও।" যদি এটিকে শিক্ষাগত অর্থে প্রশংসা বলা যায়, তাহলে আমার মতে, মানুষকে গড়ে তোলা মানে হলো তার বুদ্ধ প্রকৃতির প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা, আর কারো প্রশংসা করা মানে সেই ব্যক্তির বুদ্ধ প্রকৃতিতে বিশ্বাস রাখা।

বিশ্বাসের সহিত শ্রদ্ধা নিবেদন

বলতে গেলে, কাউকে প্রশংসা করা সত্যিই খুব কঠিন। বরং, আমরা সহজেই তিরস্কার কিংবা বিরক্তি প্রকাশ করি, তা নয় কি? যার কোনো ফল নাই এমন অর্থ সম্বলিত একটি প্রবাদ আছে—"চৈত্র সংক্রান্তির পরে গমে সার দেওয়া যেমন নিষ্ফল, বিশ বছর পার হলে বাবা-মায়ের উপদেশও তেমনই অনর্থক।" বকাঝকা করা, কঠোরভাবে শাসন করার সময় মাত্র তিন বছর বয়স পর্যন্ত। ততোধিক বয়সে, তার ওপর যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয়, যতই বকাঝকা বা উপদেশ দেওয়া হোক না কেন, বিষয়টা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি না করলে গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো ঠিকভাবে পৌঁছায় না।

তাহলে, করণীয় কী হতে পারে? —"করে দেখাও, বুঝিয়ে বলো, করতে দাও, আর সে যদি করতে পারে তবে প্রশংসা করো— তা না হলে মানুষ এগিয়ে আসবে না।" জাপানি মনীষী ইয়ামামোতো ইসোরোকু মহোদয়ের এই মূল্যবান বাণীর মর্ম অনুযায়ী, তিরস্কার বা উপদেশ দেওয়ার আগে প্রয়োজন— নিজেই আগে করে দেখানো। আর কেউ যখন তা করতে পারে, তখন তার প্রশংসা করলে সে অন্তর থেকে অনুপ্রাণিত হয় বলে আমি বিশ্বাস করি। প্রসঙ্গত, এই উক্তির পরবর্তী অংশে তিনি আরও বলেন—"যখন কেউ কিছু করছে, তার সেই প্রচেষ্টাকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দেখে আগলে রাখা ও বিশ্বাস করা জরুরি; না হলে মানুষ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।" আসলে, মানুষের মধ্যে থাকা বুদ্ধপ্রকৃতির প্রতি নিখাদ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মনোভাবই মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে "তুমি আমার জীবনে অপরিহার্য"—এমন নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও বিশ্বাসের বার্তা নিহিত। এমন আন্তরিকতাই মানুষকে তার নিজের মূল্য উপলব্ধি করাতে সহায়তা করে; জীবনের আনন্দ, আশা ও সাহস যোগায়; এবং একইসাথে,—"আমিও এই মানুষের মতো হতে চাই" এমন এক গভীর আকাঙ্ক্ষা তার হৃদয়ে সৃষ্টি হয়।

একজন প্রাক্তন ব্রাঞ্চ প্রধান বলেছিলেন—"সদস্যদের অভিজ্ঞতার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর, আমি নিজে সেখানে থেকে কী আশীর্বাদ বা কুশলফল লাভ করেছি, বিনম্রভাবে তা প্রকাশ করাটাই হলো সেই মানুষটিকে যথার্থভাবে শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করা।" অর্থাৎ, নিজের ও অপরের বুদ্ধপ্রকৃতির প্রতি নিখাদ বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করার আন্তরিকতা না থাকলে, আমরা কারও সত্যিকার প্রশংসা করতে না পারার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

এইরকম নিত্যদিনের সাধনা ও আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে অন্যকে গড়ে তোলা এবং নিজেকেও আরও মানবিক বিকাশের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে আকাঙ্ক্ষা— সেই চেষ্টা ও মনোভাবকে বুদ্ধও সদা অনুপ্রেরণা জোগান এবং নিশ্চয়ই প্রশংসা করেন।

কোসেই, আগষ্ট ২০২৫ইং।

Interview

বুদ্ধের শিক্ষা অনুযায়ী নিজেকে পরিবর্তন করার প্রয়াসেই জীবনের রূপান্তর ঘটে

শিমি হানদা, রিস্‌সো কোসেই-কাই দিল্লি।

আপনি কবে এবং কী কারণে রিস্‌সো কোসেই-কাইতে যোগ দেন?

আমি ২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে এক পরিচিতজনের আমন্ত্রণে রিস্‌সো কোসেই-কাই দিল্লি শাখা (তৎকালীন দিল্লি ধর্মসেন্টার) এ যোগদান করি। আমার যোগদানের মূল প্রেরণা ছিল—নিজের আত্মিক উন্নয়ন ঘটানোর গভীর আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা কেন জাগে, তা আমার পূর্ববর্তী জীবনের অভিজ্ঞতার সাথেই গভীরভাবে যুক্ত। আমি ১৯৬৫ সালে নয়াদিল্লিতে জন্মগ্রহণ করি। আমার শৈশব কেটেছে মা –বাবার অতিরিক্ত আদর-আহ্লাদে, যার ফলে আমি ছোটবেলা থেকেই রাগী ও আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের হয়ে উঠি। ২৪ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয় এবং আমার দুটি পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। কিন্তু আমার কঠিন স্বভাব ও রূঢ় ব্যবহারের কারণে আমার সন্তানদের মানসিকভাবে বহু কষ্টের মুখোমুখি হতে হয়েছে। এরপর একের পর এক দুর্যোগ আমাকে গ্রাস করে: ১৯৯৮ সালে জরায়ুর অস্ত্রোপচার, অস্টিওপোরোসিস (হাড়ের ক্ষয়জনিত রোগ), ২০০১ সালে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় পা ভেঙে যাওয়া, ২০০৩ সালে ক্যান্সার ধরা পড়া, এবং একই বছরে আমার প্রিয়তম মায়ের মৃত্যু—এই ঘটনা আমার জীবনের সবচেয়ে বেদনাবিধুর অধ্যায় হয়ে ওঠে। এই সব দুর্ভাগ্য বারবার যখন আমার জীবনে নেমে আসে, তখন আমি অসহায়ের মতো নিজের ভাগ্যকে দোষ দিতাম এবং মনে মনে প্রশ্ন করতাম, "কেন একের পর এক এই দুঃখ আমাকে গ্রাস করছে?" কিন্তু রিস্‌সো কোসেই-কাইয়ে যোগদানের পর, প্রাক্তন দিল্লি শাখার প্রধান প্রদীপ সাক্সেনা ও দক্ষিণ এশিয়া ধর্মপ্রচারের তৎকালীন অঞ্চলের প্রধান রেভারেন্ড সাইতো মিৎসুও-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, এবং সেই থেকেই আমার জীবন আমূল বদলে যেতে থাকে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র এবং কোসেই-কাইয়ের শিক্ষা আমি একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করতে থাকি। সেই শিক্ষাই আমাকে শেখায়— জীবনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ—সবকিছু ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে শিখতে হবে। আমি উপলব্ধি করি: "নিজের দুর্ভাগ্য বা কষ্টের জন্য অন্য কাউকে বা পরিবেশকে দোষারোপ করে কোনো লাভ নেই। নিজের মনোভাব ও আচরণ বদলাতে পারলেই জীবন ইতিবাচক পথে এগিয়ে যাবে।" এই উপলব্ধির মধ্য দিয়ে আমি নিজেকে নতুনভাবে গড়ার সুযোগ পাই। যদিও কিছুদিন মানুষের সঙ্গে সম্পর্কজনিত জটিলতার কারণে ধর্মচর্চা থেকে কিছুটা বিরত ছিলাম, তবু ২০১৪ সালে আমাকে দিল্লি হোজার (ধর্মসেন্টার) দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর ২০২০ সালে আমি সরকারি চাকরি থেকে আগেভাগে অবসর গ্রহণ করি এবং অবশেষে ২০২৩ সালের মার্চ মাসে আমাকে দিল্লি শাখার প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। আজ আমি সংঘবন্ধুদের সঙ্গে প্রতিদিন নতুন মনোভাব ও দায়িত্ববোধ নিয়ে ধর্মানুশীলন করে যাচ্ছি। আমি এখনো প্রতিটি পদক্ষেপে বুদ্ধের করুণাময় শিক্ষার জন্য কৃতজ্ঞ। আগামী দিনেও আমি এই কৃতজ্ঞতা হৃদয়ে ধারণ করে,পুণ্ডরীক সূত্রকে জীবনের পথপ্রদর্শক করে, অটল সংকল্পের সঙ্গে বোধিসত্ত্বের পথে এগিয়ে যেতে চাই।

বর্তমানে আপনি শাখা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই দায়িত্বে আপনার সবচেয়ে বড় আনন্দ কী?

আমার সবচেয়ে গভীর ও পরিপূর্ণ আনন্দ আমি অনুভব করি তখনই—যখন দেখি, কোনো সদস্য যিনি বহুদিন ধরে দুঃখ-কষ্ট, হতাশা ও জীবনের নানা জটিল সংকটে ভুগছিলেন, তিনি পুণ্ডরীক সূত্র ও রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষার আলোকচ্ছটায় ধীরে ধীরে মুক্তি ও আশার আলো খুঁজে পান। একসময় সেই ক্লান্ত -অন্ধকার মুখেই ফুটে ওঠে প্রশান্ত এক হাসি—যা শুধু মুখাবয়বের নয়, অন্তরাত্মার সজীবতারও প্রকাশ। এই সমস্ত রূপান্তরের দৃশ্য আমার হৃদয়ে এক গভীর উপলব্ধি জাগায়—দুঃখের অন্ধকারে বপন করা বুদ্ধের করুণার বীজ, ধর্মময় বৃষ্টিতে সিঞ্চিত হয়ে, ধীরে ধীরে বিকশিত হচ্ছে প্রজ্ঞা, শান্তি ও আনন্দের পুষ্পে। এই রকম আলোকময় মুহূর্তগুলিই আমার কাছে—শাখা

দিল্লি শাখার সদস্যদের সামনে বক্তব্য রাখছেন মিসেস শিমি হান্দা

২০২২ সালে দিল্লি শাখায় অনুষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্তি গ্রহণ অনুষ্ঠানের পরে, একসাথে গ্রহণ করা অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে। (সামনের সারিতে বাম প্রান্তে মিসেস শিমি।)

প্রধান হিসেবে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

বর্তমানে দিল্লি শাখায় কী ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে?

আমাদের দিল্লি শাখাতে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দোজোতে (ধর্মচর্চাকেন্দ্র) সূত্রপাঠ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি অনুষ্ঠিত হয়। দিনের সময়টিতে মূলত হোজা (ধর্মালোচনা ও অনুশীলন) এবং পুণ্ডরীক সূত্র-এর পাঠ ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এর পাশাপাশি আমরা পারিবারিক শিক্ষা বিষয়ক কর্মশালা, বৃদ্ধাশ্রম পরিদর্শন ও সেবা-সহ নানা রকম সামাজিক অবদানমূলক কার্যক্রমেও সক্রিয়ভাবে অংশ নিই। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দিল্লি শাখার আশেপাশের এলাকাগুলিতে দারিদ্র্যের কারণে বহু শিশুই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত, এমনকি অনেকেই পড়তে-লিখতেও জানে না। এদের জন্য আমরা নিয়মিত শিক্ষাসামগ্রী ও পরিধেয় বস্ত্র উপহার দিয়ে থাকি। এছাড়া, প্রতি সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন, আমাদের যুবনেতারা শাখা দোজো অথবা আশেপাশের পার্কে গিয়ে এই শিশুদের হিন্দি ও ইংরেজি ভাষার শিক্ষাদান করেন। আমরা বিশ্বাস করি— এই শিশুদের হৃদয়ে জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও মমতা বপন করাই হল সবচেয়ে পবিত্র ও মূল্যবান করুণার কার্যপ্রকাশ। এই মনোভাবকে কেন্দ্র করেই আমরা আমাদের প্রতিটি কর্মকান্ডকে পরিচালিত করে চলেছি।

পুণ্ডরীক সূত্রের মধ্যে এমন কোনো শিক্ষা আছে কি, যা আপনি অন্তরে ধারণ করে চলেছেন?

আমি একসময় ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করেছি, তাই পুণ্ডরীক সূত্রের "ঔষধি অধ্যায়"-এ বর্ণিত "তিনটি ঘাস, দুটি বৃক্ষের উপমা" সব সময় আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। এই উপদেশে বলা হয়েছে, পৃথিবীতে ছোট-বড় নানা রকম গাছপালা আছে— বাহ্যত তারা পরস্পর ভিন্ন রকম হলেও, ধর্মের বৃষ্টির মতো করুণা সকলের ওপর সমভাবে বর্ষিত হয়। সেই করুণার বৃষ্টিতে প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বভাব ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিকশিত হয়—ফুটিয়ে তোলে নিজস্ব রূপের ফুল, ফলিত করে অনন্য এক জীবনফল। এই উপমার মাধ্যমে বুদ্ধ আমাদের শেখাচ্ছেন— আমাদের মধ্যেও কারও সামর্থ্য, গুণ বা ব্যক্তিত্ব আলাদা হতে পারে, কিন্তু আমরা সবাই সমানভাবে বুদ্ধের শিক্ষা লাভ করে বোধিসত্ত্ব বা বোধি লাভের পথে এগোতে পারি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সমভাবে বিদ্যমান বুদ্ধত্বের বীজ, কিন্তু অনেকেই সেই অভ্যন্তরীণ মহিমা বা সম্ভাবনার বিষয়ে সচেতন নয়। ফলে তারা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, নিজেকে তুচ্ছ ভাবে এবং জীবনকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এই কারণেই আমি আজ দিল্লি শাখার আশপাশের শিশুদের মধ্যে এই "তিনটি ঘাস, দুটি বৃক্ষের উপমা"-এর মূল মর্ম সাদাসিধেভাবে বোঝানোর চেষ্টা করি। আমি চাই তারা যেন বুঝতে পারে—মানবজীবন তুলনামূলক নয়, বরং নিজের স্বতন্ত্রতা ও প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে, ধর্মের করুণাবর্ষায় প্রত্যেকেই ফুটিয়ে তুলতে পারে নিজ নিজ সৌন্দর্যের পুষ্প।

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর শিক্ষার মধ্যে এমন কোনো শিক্ষা আছে কি, যা আপনি বিশেষভাবে হৃদয়ে ধারণ করে চলেন?

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর প্রতিষ্ঠাতা রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো যখন ১৬ বছর বয়সে প্রথমবার টোকিওর উদ্দেশ্যে রাতের ট্রেনে যাত্রা করেন, তখন তিনি নিজের জীবনের জন্য "ছয়টি প্রতিজ্ঞা" গ্রহণ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল— "অন্যের সঙ্গে বিবাদে জড়াবো না। যত কঠিন অবস্থাই আসুক না কেন, তা ঈশ্বর ও বুদ্ধের ইচ্ছা বলে মেনে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করবো।" এই বাণীটি আমি সবসময় আমার হৃদয়ে গেঁথে রেখেছি। আমার জীবনে ভবিষ্যতে যত

২০২৪ সালে রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রতিষ্ঠার ৮৬তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে, দিল্লি শাখার সদস্যদের সঙ্গে কেক কাটছেন মিসেস শিমি (ডান দিক থেকে দ্বিতীয়)

Interview

বাধা, দুঃখ বা প্রতিকূলতাই আসুক না কেন, আমি এই বিশ্বাসে স্থির থাকি— "এই দুর্দশাই আমাকে আত্মিকভাবে পরিণত করবে। নিশ্চয়ই বুদ্ধ আমাকে রক্ষা করছেন।" আমি বিশ্বাস করি, জীবনের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি চ্যালেঞ্জ—সবই বুদ্ধের করুণাময় পরিকল্পনার অংশ। এই বিশ্বাসকে অবলম্বন করেই আমি ধর্মের পথে, বুদ্ধের আলোয় আলোকিত হয়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে ধর্মানুশীলন চালিয়ে যেতে চাই।

আপনি রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর কোন দিকটিকে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বলে মনে করেন?

আমাদের প্রতিদিন বলা হয়—হোজা (ধর্মালোচনার স্থান) হলো রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর প্রাণ। আমি নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মনে করি, হোজা আসলে এমন একটি অসাধারণ ধর্মচর্চার পদ্ধতি, যেখানে আমরা পারস্পরিকভাবে বুদ্ধের বাণীর আলোকে জীবন ও জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, ভাবনার পদ্ধতি একে-অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিই, এবং সেই মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব গঠনের ও আত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত করি। আমি যখন সদ্য সংগঠনে যোগ দিয়েছিলাম, তখন অন্যের সামনে নিজের দুঃখ -কষ্ট প্রকাশ করা, নিজের ভুল স্বীকার করে নেওয়া—তা যে কতটা সাহসের কাজ, তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কিন্তু যখন আমরা বুঝতে পারি যে অপর ব্যক্তি মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছেন, আমাদের অনুভবকে গ্রহণ করছেন—তখনই আমাদের অন্তর থেকে ভরসা জন্মায়, এবং আমরা আমাদের মনের কথা নির্ভয়ে প্রকাশ করতে পারি। হোজা হলো সেই মহৎ ক্ষেত্র—যেখানে সংঘবন্ধুরা অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ বলে উপলব্ধি করেন, এবং করুণাময় হৃদয় নিয়ে পাশে এসে দাঁড়ান। এই বন্ধুদের সহানুভূতি ও সাহচর্যই আমাদের সাহস দেয় নিজের মনের কথা নির্ভয়ে প্রকাশ করতে। আর একবার যখন আমরা নিজের অন্তরটাকে খুলে বলতে পারি, তখন বুদ্ধের বাণীর নির্দেশনায় নিজেকে বদলানোর প্রয়াস শুরু হয়—সেই সঙ্গে পাল্টাতে থাকে জীবন, জন্ম নেয় আত্মবিশ্বাস ও সাহস, যা আমাদের নিয়ে যায় বুদ্ধের পথে, বোধিসত্ত্ব জীবনচর্চার দিকে। এই অর্থে আমি মনে করি—হোজা -ই হলো রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। এই পবিত্র পরিসরের ভেতরেই ধর্মের প্রাণ প্রবাহিত হয়, পরস্পরের সংলাপ ও হৃদয়ের যোগসূত্রে আমরা বদলাই, বিকশিত হই, এবং ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে—প্রত্যেকে নিজের অন্তরের ফুল ফোটাতে পারি।

শেষ প্রশ্ন—এই মুহূর্তে আপনার কামনা কী? এবং ভবিষ্যতের ধর্মচর্চার-লক্ষ্য কী?

আমার সর্ববৃহৎ প্রার্থনা হলো—ভবিষ্যতেও দিল্লিতে সংঘবন্ধুদের সকলের সঙ্গে হৃদয় ও কর্মে ঐক্য গড়ে, বুদ্ধের উপদেশের মূলমন্ত্র—প্রজ্ঞা ও করুণাকে অবিচল সাহস নিয়ে বহু মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে দিতে পারি। এই ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, আমি চাই পরবর্তী প্রজন্মের শিশুদের জন্য শিক্ষায় সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে এবং দিল্লি তথা ভারতের সমাজ উন্নয়নে সত্যিকার অবদান রাখতে পারি—এই আমার আন্তরিক ইচ্ছা। এই লক্ষ্য পূরণের পথে আমি অঙ্গীকার করছি—বুদ্ধ · ধর্ম · সঙ্ঘ এই ত্রিশরণে আরো গভীরভাবে আশ্রয় গ্রহণ করব। জীবনের এই একমাত্র সুযোগ—এই বেঁচে থাকার প্রাণশক্তিকে আমি পূর্ণভাবে উৎসর্গ করব, যাতে প্রতিটি প্রাণে জাগরণের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে দিতে পারি। আমি কামনা করি, এই জীবন হোক বুদ্ধের পথে অর্পিত এক অভিযাত্রা—যেখানে করুণা হবে পাথেয়, প্রজ্ঞা হবে দিশারি, আর প্রতিটি হৃদয় হবে আলোয় আলোকিত।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান শেষে, দিল্লি শাখার সদস্যদের সঙ্গে (সামনের সারির মাঝখানে আছেন মিসেস শিমি)।

২০২৩ সালে ছোট ছেলের বিয়ের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করছেন হান্দা পরিবার (ডান প্রান্তে আছেন মিসেস শিমি)।

কার্টুন, রিস্‌সো কোসেই-কাই প্রবেশিকা

রিস্‌সো কোসেই-কাই এর স্থাপনা

প্রতিষ্ঠাতার স্মৃতি জাদুঘর

পাদটিকা

স্মৃতি জাদুঘরে একটি বিশেষ প্রদর্শনী কক্ষ রয়েছে, যেখানে বছরে কয়েকবার বিভিন্ন বিষয়ে পরিকল্পিত প্রদর্শনী আয়োজিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা, সহপ্রতিষ্ঠাতা ও সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র সংক্রান্ত নানান বিষয়কে কেন্দ্র করে, এই প্রদর্শনীগুলোর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা এমন কিছু উপলব্ধি নিয়ে ফিরতে পারেন, যা তাঁদের অন্তরে দাগ কাটে। এই বিশেষ প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করতে হয় ধর্মচক্র ভবনের বাগান এর দিক থেকে।

"প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রতিষ্ঠাতার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ, এবং প্রতিষ্ঠাতার বাণী প্রচারের স্মারক জাদুঘর"—এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে, প্রতিষ্ঠাতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০০৬ সালে এই জাদুঘরটি উদ্বোধন করা হয়।

জাদুঘরের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি বড় "প্রতীকী চত্বর" যেখানে প্রতিষ্ঠাতার জন্মভূমি সুগানুমার চার ঋতুর বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য তুলে ধরা হয়েছে। এই চত্বরকে ঘিরেই প্রতিষ্ঠাতার জীবনপথ অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে পাঁচটি ধাপে বিভক্ত প্রদর্শনী এলাকা। এছাড়া, প্রতিষ্ঠাতার অফিসকক্ষও বাস্তবসম্মতভাবে পুনর্গঠিত হয়েছে, যার ভেতরে রয়েছে একটি বিশেষ অংশ—"প্রতিষ্ঠাতার স্পর্শ"—যেখানে দর্শনার্থীরা প্রতিষ্ঠাতার জীবনের গভীরতর ছোঁয়া অনুভব করতে পারেন।

প্রতিষ্ঠাতা স্মারক জাদুঘর এমন এক স্থান, যেখানে বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব ও চেতনার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হতে পারেন।

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

দ্বিতীয় তীর্থনিবাস

"রিস্‌সো কোসেই কাই-এর মূল কেন্দ্র পরিদর্শনে আসা সদস্যদের থাকার জন্য যে সুবিধাটি রয়েছে, সেটি হলো 'দ্বিতীয় তীর্থযাত্রা হল' (দাইনি দানসান কাইকান)। এটি একটি বৃহৎ ভবন, যেখানে একসঙ্গে অনেক মানুষ থাকতে পারেন।

অভ্যর্থনা কক্ষে শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার পরিকল্পনায় নির্মিত তিনটি পবিত্র পর্বত—গৃধ্রকূট পর্বত, তেনদাই পর্বত এবং হিয়েই পর্বত—এর টেরাকোটার দেয়ালচিত্র শোভা পাচ্ছে, এবং সেখানে শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার ব্রোঞ্জমূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই দেয়ালচিত্রগুলোর মধ্যে শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতার একটি গভীর কামনা নিহিত রয়েছে—সদস্যরা যেন বৌদ্ধ ধর্মের মূল উৎসের দিকে দৃষ্টি রাখেন এবং শাক্যমুনি বুদ্ধের হৃদয়কে নিজের হৃদয়ে ধারণ করেন।"

পাদটিকা

"গৃধ্রকূট পর্বত ভারতে, তেনদাই পর্বত চীনে, এবং হিয়েই পর্বত জাপানের শিগা প্রদেশে অবস্থিত। গৃধ্রকূট পর্বত সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র প্রচারের স্থান হিসেবে পরিচিত। তেনদাই পর্বতও একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান, কারণ এটি পুণ্ডরীক সূত্র ভারত থেকে জাপানে নিয়ে আসার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেছে।"

※ ব্যক্তিগত ব্যবহার, অনুমতি ব্যতিত অনুলিপি তৈরী কিংবা পুনঃমুদ্রণ না করার জন্য অনুরোধ রইল।

বুদ্ধের মতো অনুভূতি সহকারে

ধর্ম প্রচার না করলে, এই জগতের পতন অনিবার্য

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্‌সো কোসেই-কাই।

তবে, শুরুতেই যথাযথভাবে 'ধর্ম বা ধর্মের পথ বোঝানো সহজ নয়। এর জন্য অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। যেমন, ধনুর্বিদ্যায়ও প্রথমবারেই কেউ নিখুঁতভাবে লক্ষ্যভেদ করতে পারে না। বেশির ভাগ মানুষই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। কিন্তু বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে মাঝে মাঝে লক্ষ্যভেদ করা যায়, এবং ধীরে ধীরে তা নিয়মিতভাবে সম্ভব হয়।

এটি ধর্মীয় পথ দেখানো বা কাউকে সঠিক পথে আনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ধর্মীয় সভায় অনেক মানুষের দুঃখ-কষ্ট শোনা, তাদের অভিজ্ঞতা বা সমাপ্তির কথা শোনা, বারবার হাত ধরে দিক

নির্দেশনা দেওয়া — এসব করতে করতে এমনও হয় যে, কারো মুখ দেখেই বলা যায়, "আপনার এইরকম দুশ্চিন্তা রয়েছে, তাই না?" এবং তখন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা যায়, "এইরকমভাবে চিন্তা করলে আপনি খুব সহজেই সুখী হতে পারবেন।"

যাই হোক, আমাদের উচিত ধর্ম প্রচারে এগিয়ে আসা। কেউ কেউ শুনবে না, কেউ কেউ বুঝবে না। তবু হতাশ হওয়া চলবে না। সদাপরিভূত বোধিসত্ত্বের মতো বারবার বলতেই হবে— "আপনি বুদ্ধ হতে পারবেন।" সেই নিরন্তর আহ্বানের মধ্যেই আত্মোন্নতি এবং অপরকে উদ্ধার করার পথ খুলে যায়।

যখন শাক্যমুনি বুদ্ধ বোধি লাভ করেন, তখন তিনি ভাবলেন, "আমি যদি এই গভীর সত্যের কথা বলি, কেউ বুঝবে না।" তাই তিনি দ্বিধায় পড়ে যান — "আমি এই সত্য প্রচার করব, না নিজের মধ্যেই রাখব?" ঠিক তখনই, তাঁর এই মনোভাব উপলব্ধি করে, প্রাচীন ভারতের সর্বোচ্চ দেবতা ব্রহ্মা এসে আর্তনাদ করেন — "আহ্, এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সত্য ধর্ম উপলব্ধি করেছে, যদি সে তা প্রচার না করে, তাহলে এই জগৎ বিলুপ্ত হয়ে যাবে।"

ব্রহ্মা বুদ্ধের কাছে এসে বিনীত অনুরোধ করেন — "আপনি অনুগ্রহ করে এই ধর্ম প্রচার করুন।" এই ঘটনা প্রাথমিক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ আগম সূত্র-এ বর্ণিত হয়েছে। আর সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র-এর "মায়ানগরী অধ্যায়ে" বলা হয়েছে– "তখন বহু ব্রহ্মরাজ শ্লোকের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রশংসা করলেন, তারপর বললেন– 'হে ভগবান, অনুগ্রহ করে ধর্মচক্র প্রবর্তন করুন, সকল প্রাণীর মুক্তির জন্য, নির্বাণের পথ উদ্‌ঘাটন করুন।" অর্থাৎ ব্রহ্মা অনুরোধ করেন: "যে 'ধর্ম' আপনি উপলব্ধি করেছেন, তা প্রচার করুন, যেন মানুষ মোহ থেকে মুক্তি পায় এবং বোধির পথে চলতে পারে।"

"যদি সত্য ধর্ম প্রচার না করা হয়, তবে এই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে" – এই ব্রহ্মার উক্তি আজকের একবিংশ শতাব্দীতেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। যদি সবাই অন্তত 'অল্প চাহিদা ও তুষ্ট থাকার শিক্ষা' অন্তরে গ্রহণ করে তা পালন না করে, তবে মানবজাতি ধ্বংসের পথে এগোবে।

রিস্‌সো কোসেই-কাই-এর সদস্যদের উচিত এই মহান দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকা এবং গভীর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এটাই সেই বোধিসত্ত্বের পথ–যা সমস্ত জীবের মুক্তির জন্য বুদ্ধের হৃদয় থেকে উৎসারিত হয়েছে।

নিওয়ানো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১ 『বোধিবীজকে জাগ্রত করা』 পৃষ্ঠা ৮১-৮৩।

A Global Buddhist Movement

Information about local Dharma centers

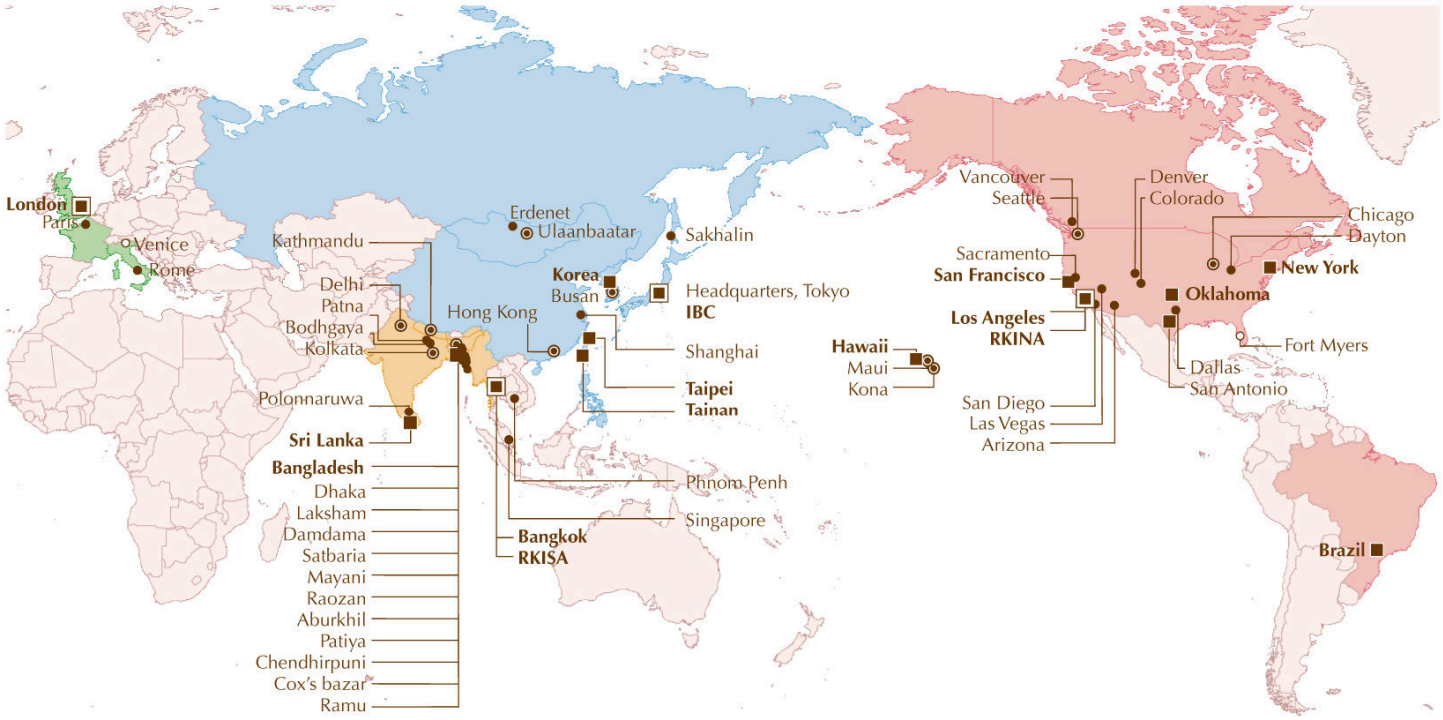

facebook

X

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp